[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

করাতেই হবে, তাছাড়া কোনোভাবেই রাষ্ট্র মেরামত সম্ভব না। ফ্যাসিস্ট সরকার প্রধান শেখ হাসিনার পিয়ন ৪শ কোটি টাকা পাচার করে। মাত্র ২৫ পরিবারের কাছে এতো পরিমাণ টাকা যে সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছেও সেই পরিমাণ টাকা নেই। জাল-জালিয়াতি ও দুর্নীতি করে এতো টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে ও বিদেশে পাচার করা হয়েছে। সব মানুষের মাথার উপর এখন দেড় লাখ টাকার ঋণ চেপে বসেছে। আমরা এর থেকে পরিত্রাণ চাই। ভালো মানুষ সংসদে গেলে দেশের মানুষের উপকার ছাড়া ক্ষতি নেই। সংসদকে অকার্যকর করে ফেলেছিল ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার।

সংগঠনের জেলা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি জিএম তাওহীদ আনোয়ারের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা নেছার উদ্দিন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর নায়েবে আমির, অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা আব্দুল আউয়াল, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কেএম আতিকুর রহমান, কেন্দ্রীয় সহ দপ্তর সম্পাদক মাওলানা আরিফুল ইসলাম, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী সমন্বয়ক ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন রাহাত, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ, কুষ্টিয়া জেলা শাখার সংগ্রামী সভাপতি মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলামসহ অনেকে।

জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী সমর্থক যোগ দেন এ সমাবেশে। ব্যানার ফেস্টুনসহ দলে দলে সমাবেশ স্থলে হাজির হলেও ছিল না কোনো বিশৃঙ্খলা। অনেকেই দলীয় মার্কা হাত পাখা নিয়ে এসেছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যর সময় উপস্থিত হাজার হাজার নেতাকর্মী মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েন। টুঁ শব্দ করেননি তারা। বক্তব্য শেষে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম।

একদল চোর তাড়িয়ে আরেকদল চোরকে ক্ষমতায় আনলে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না –মুফতী ফয়জুল করীম

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ’র নায়েবে আমীর মুফতী সৈয়দ ফয়জুল করিম বলেছেন, ৫৩ বছর এই দেশ স্বাধীন হয়েছে। আজকে শ্রমিকরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য রাস্তায় নামে গুলিবিদ্ধ হয়। যারা ক্ষমতায় থাকবে তারা চাকরি পাবে, আর যারা ক্ষমতায় থাকবে না তারা চাকরি পাবে না। যারা ক্ষমতায় থাকবে তারা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হবে আর যারা ক্ষমতায় থাকবে না তারা না খেয়ে থাকবে, চিকিৎসা করাতে পারবে না। তা হবে না। কেউ খাবে কেউ খাবে না, তা হবে না। আমরা সকল বৈষম্য দুর করতে চাই। স্বাধীনতার পরে সকল দল সরকারে ছিল কিন্তু বৈষম্য দুর হয়নি। এদেশে যারা সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক তাদের থেকে বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন-ভাতার অনেক বৈষম্য। ব্যাংকগুলি ধনিকে ধনি করছে আর গরিবকে আরও গরিব করছে। গরিব মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য অর্থনৈতিক সিস্টেম পাল্টাতে হবে। শুধু নেতা পাল্টালে হবে না নীতিও পাল্টাতে হবে। ইসলামী অর্থনীতি চালু হলে এই দেশে কেউ গরিব থাকবে না।

তিনি বলেন, দেশের সকল সম্পত্তি কয়েকটি পরিবারের হাতে বন্দি। মাত্র ৫টি পরিবার কয়েক লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। একদল চোর তাড়িয়ে আরেকদল চোরকে ক্ষমতায় আনলে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না। দেশে পিআর নির্বাচন পদ্ধতি চালু করতে হবে। তাহলে সকল দল সংসদে যাওয়ার সময় পাবে। সংসদে কথা বলার সুযোগ পাবে তাহলে এমনিতেই ৮০ শতাংশ দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যাবে। সকল দুর্নীতি ও বৈষম্য দুর করতে প্রয়োজন ইসলামী শাসন ব্যবস্থা। আপনারা ইসলামী আন্দোলনের হাতকে শক্তিশালী করুন। ৫শ টাকায় ভোট বিক্রি না করে দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা নিয়ে আসুন তাহলে গরিবের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে, দেশ উন্নত হবে। তিনি ইসলামী আন্দোলনে সকল সচেতন নাগরিককে দাওয়াত দেন।

আজ বুধবার দুপুরে ঝিনাইদহ শহরের পায়রা চত্ত্বরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আয়োজিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা

বলেন। ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানে গণহত্যা চালানো, বিদেশে টাকা পাচারসহ চরমোনাই পীর ঘোষিত ৭ দফা দাবিতে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ’র জেলা শাখার সভাপতি ডা: এইচ. এম. মোমতাজুল করীম এবং সভা পরিচালনা করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ’র জেলা সাধারণ সম্পাদক মাও: সিহাব উদ্দীন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, খুলনা বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা শোয়াইব হোসেন, ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ’র খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতী আব্দুল জলিল। সমাবেশে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কোটচাঁদপুর শাখার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

দ্রব্যমূল্যের উর্দধগতি প্রতিবাদে ও পাঠ্যপুস্তক হতে ধর্ম ও জাতিসত্ত্বা বিরোধী বিতর্কিত বিষয় সমূহ বাতিল ও শিক্ষার সর্বস্তরের ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন কোটচাঁদপুর উপজেলা ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। শুক্রবার বিকেলে এ বিক্ষোভ করেন সংগঠনটি।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখার সভাপতি মুক্তি ওমর ফারুক বলেন, দ্রব্যমূল্যের উর্দধগতি প্রতিবাদে ও পাঠ্যপুস্তক হতে ধর্ম ও জাতিসত্ত্বা বিরোধী বিতর্কিত বিষয় সমূহ বাতিল ও শিক্ষার সর্বস্তরের ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবীতে আমাদের আজকের এ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুর বাজার চত্বরের সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মুক্তি ওমর ফারুক। বক্তব্য রাখেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন, আব্দুল মালেক সহ আরো অনেকে।